প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আধুনিক মনোবিদ্যা একটি ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীল বিজ্ঞান। প্রধান প্রধান পাশ্চাত্ত্য ভাষায় ইহার উপর বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় মনোবিদ্যার উপর সুচারু গ্রন্থের অভাব—বিশেষতঃ ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। প্রধানতঃ তাহাদের এই অভাব দূরীকরণের জন্যই এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হইয়াছি।

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর দর্শনের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন দ্বিবর্ষ পাঠ্যসূচী অনুসারে যে সকল ছাত্রছাত্রী স্নাতক পরীক্ষা দিবে, তাহারাও ইহা পাঠে উপকৃত হইবে।

এই গ্রন্থে মনোবিদ্যার বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদগুলি আলোচিত হইয়াছে এবং বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাদটীকায় ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনেকস্থলে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে—উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা উহা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য লেখকদের রচনার সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ পাইবে। বিষয়বস্তুকে সরল ও সরস করিবার মানসে বহুস্থলে রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত পরিভাষা গৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকটি দ্রুত রচনার ফলে ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। সহৃদয় অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীগণ এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি বাধিত হইব।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমার পিতৃদেব ও আমার কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যাপক কয়েকটি বিষয়ে আমাকে মূল্যবান্ উপদেশ দান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী; সুতরাং নূতন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই।

পরিশেষে আমি মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ-এর উৎসাহী পরিচালক শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এবং বাণী প্রেসের মুদ্রাকর শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিককে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে এই দুই সংস্থার যে সকল নীরব কর্মী সবার অলক্ষ্যে থাকিয়া আমার সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদেরও ধন্যবাদ দিই।

দার্শনবিভাগ—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।
আগষ্ট, ১৯৬১

প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে মনোবিদ্যার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় অবিলম্বে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রথম সংস্করণের কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন করা হইয়াছে এবং দু'একটি স্থানে নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-দিগের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে, সেজন্য আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছি এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

অতি দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ ও প্রকাশনে সহায়তা করার জন্য যাঁহারা ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দর্শনবিভাগ—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
অক্টোবর, ১৯৬১

প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করায় আমি পুস্তকটিকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমান সংস্করণে বিবিধ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্তন করা হইয়াছে, কয়েকটি অধ্যায়ে নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, একটি নূতন পরিশিষ্ট যুক্ত হইয়াছে, কয়েকটি চিত্রের ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে এবং একটি রঙীন চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে, যদিও গ্রন্থটি প্রধানতঃ স্নাতকশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও যে কোন পরীক্ষার জন্যই বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মনোবিদ্যা পাঠ করিতে চায়, তাহারা এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবে।

যে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁহাদের আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিতেছি। তাহা ছাড়া, আমার সহিত বহু বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য পুনর্বার আমি প্রকাশক ও মুদ্রাকর বং তাঁহাদের সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দর্শনবিভাগ—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
মে, ১৯৬২

প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়